12

দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 25 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

পটুয়াখালী কৃষি কলেজ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হওয়ার অপেক্ষায়

বাউফল সংবাদদাতা ॥ পটুয়াখালী-বরিশাল মহাসড়ক ও দুমকী ফেরী-ঘাট হইতে ২ কিলোমিটার পূর্বদিকে যে স্থানে এককালে ছিল কাঁটাবোহর বন, খেঁকশিয়ালের আবাসস্থল এবং কচুরিপানা ডোবা সরীসৃপে ভরপুর পটুয়াখালীর দুমকীর সেইস্থানে দক্ষিণাঞ্চলের একমাত্র উচ্চতর কৃষি শিক্ষার বিদ্যাপীঠ পটুয়াখালীকৃষি কলেজ এখন তরুণ-তরুনীদের কলকাকলীতে মুখরিত। চারিদিকে সবুজ বেষ্টনি প্রাচীরের মধ্যে নূতন নূতন ভবনের পাশাপাশি নারিকেল-সুপারি তাল আর হরেক রকমের ছোট ছোট ফলজ ও বনজ বৃক্ষের শ্যামলীমার এক মায়াবী পরিবেশ পথচারীদের হাতছানি দিয়া ডাকে।

'৭২ সনের কোন এক সময় ঐ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এম, কেরামত আলীর উদ্যোগে স্থানীয় জনগণের আর্থিক সাহায্যে ২০ শতাংশ জমির উপর গোলপাতার ছাউনী দিয়া কলেজটির যাত্রা শুরু হয়। '৭৯-৮০

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

পটুয়াখালী কৃষি কলেজ

(৩য় পৃঃ পর)

সনে কলেজটি কৃষি কলেজ হিসাবে প্রথম স্বীকৃতি লাভ করে। '৮৫ সনে কৃষি কলেজটিকে সরকারী করা হয়।

৮৮-৮৯ আর্থিক বছরে প্রথম পর্যায়ে কলেজটিকে উন্নয়ন প্রকল্পে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। উহার মধ্যে ৪ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা থাকায় ঐ টাকা উত্তোলনে জটিলতার কারণে ঐ টাকার কাজ করানো সম্ভব হয় নাই। '৯৫ সালের জুন পর্যন্ত ২১ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পর ২ বৎসরের (৯৫-৯৭) পরিকল্পনায় আরো ১৫ কোটি টাকার উন্নয়ন তহবিল বরাদ্দ হয়। উহার মধ্যে ৯৬ সালের মে মাস পর্যন্ত ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। বাকী টাকা না পাওয়ায় অর্থের অভাবে অনেক অসমাপ্ত কাজ বন্ধ রহিয়াছে। '৯৬ সালের মে পর্যন্ত ২৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ হইয়াছে তাহা হইতেছে ৫০০ আসনের একটি ছাত্রাবাস (জিয়াউর রহমান হল); ১০০ সিটের ১টি ছাত্রী নিবাস চাঁদসুলতানা হল), ৩০ সিটের শিক্ষক ডরমিটরী ভবন, একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, লাইব্রেরী ভবন, মেডিকেল কমপ্লেক্স, ভি, আই, পি অতিথি ভবন, অধ্যক্ষের বাসভবন, মসজিদ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্লাব, ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আবাসিক ভবন, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ফ্লাট, ক্যাম্পাসের ভিতরে রাস্তাঘাট পাকা, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, আধুনিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, দুইটি পাম্প হাউস গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ, লেকের মধ্যে মৎস্যচাষসহ ফ্লোটিং ক্যান্টিন, ব্যায়ামাগার, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকদের ছেলে-মেয়েদের জন্য উন্নতমানের কিণ্ডার গার্টেন স্কুল নির্মাণ। বর্তমানে ৩৭ দশমিক একর জমির উপর কলেজটি অবস্থিত। ইতিমধ্যে কলেজ সংলগ্ন আরো ৩৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হইয়াছে। ঐ জমিতে অচিরেই হরটিকালচার তৈরী করিয়া শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ফার্ম হিসাবে কার্যক্রম শুরু হইবে।

চলতি আর্থিক বছর হইতে 'এ্যাগ্রো ফরেষ্ট্রী' নামে একটি নূতন কোর্স চালু হইতেছে। এ্যাগরো ফরেষ্ট্রির ব্যবহারিক ও প্রশিক্ষণ স্থান হইবে সমুদ্রতীরবর্তী কুয়াকাটার গঙ্গামতির চরে। উহা পটুয়াখালী কৃষি কলেজের কোষ্টাল ফার্ম নামে অভিহিত হইবে। কোষ্টাল ফার্ম চালু করার জন্য কৃষি কলেজের কুয়াকাটায় ১০০০ একর জমি রহিয়াছে।

উপকূলীয় অঞ্চলে বিশেষ করিয়া লোনা পরিবেশে উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন, শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণা খামার স্থাপন, সর্বোপরি দক্ষিণাঞ্চলীয় কৃষকদের জন্য প্রদর্শনী খামার তৈরী ঐ কোষ্টাল ফার্ম প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য।

কৃষি কলেজটিতে '৭৯ শিক্ষাবর্ষ হইতে এই পর্যন্ত ৮টি শিক্ষা বর্ষ অতিবাহিত হইতেছে। ৪ শতাধিক ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে। সেশনজট আছে। কলেজটিতে একটি মাত্র কৃষি অনুষদে ১৩টি বিভাগ রহিয়াছে। আরো ১টি বিভাগ খোলার পরিকল্পনা আছে। শিক্ষকের কোটা আছে ৮৫ জন। বর্তমানে শিক্ষক আছেন ৪৫ জন। শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে।

বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল অন্যান্য কৃষি কলেজের তুলনায় ভাল। কলেজ গ্রন্থাগারটি অন্যান্য কৃষি কলেজের চাইতে উন্নত ও সমৃদ্ধ।

কলেজটির বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে কলেজের অধ্যক্ষ মোশাররফ হোসেন এই সংবাদদাতাকে জানান, একাডেমিক ভবনের স্বল্পতার কারণে বিকালে এবং রাত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নেওয়া হইতেছে। উন্নয়নখাতের দ্বিতীয় পর্যায়ের সম্পূর্ণ টাকা পাওয়া গেলে একাডেমিক ভবন সমস্যা থাকিবে না। শিক্ষক শূন্যতা অচিরেই দূর হইতেছে।

কলেজটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করিয়া অধ্যক্ষ আরো জানান, কলেজটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি পাইলে দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি পেশা ভিত্তিক কোটি মানুষের ছেলে মেয়েদের কৃষি শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রী লাভের পথ সুগম হইবে।